কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৫

# অতিরিক্ত ফি নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষ তোপের মুখে

## ঢাবির টিভি ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ

রফিকুল ইসলাম ▶

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয় চালুর উদ্যোগ দেশে এই প্রথম। তবে সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে। আর তা পড়েছে টিউশন ফি ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

## অতিরিক্ত ফি নির্ধারণ করে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বেশি নির্ধারিত হওয়ার কারণে। অতিরিক্ত টিউশন ফি প্রত্যাহার এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নেমেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ব্যানারে কয়েকটি বাম ছাত্রসংগঠন। বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল। তাতেও কোনো সুরাহা না মেলায় গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। দাবি না মানা হলে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন প্রবেশপথে তালা ঝুলিয়ে ধর্মঘট শুরু করে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। দুপুর ১টার দিকে ধর্মঘট উঠিয়ে নেয় আন্দোলনকারীরা। ধর্মঘটের কারণে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের কোনো বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। যদিও বিভাগীয় অফিসগুলো ছিল খোলা। ধর্মঘট চলাকালে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কলাভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাশেদ শাহরিয়ার বলেন, 'চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি নেওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিরুদ্ধ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দিয়ে পড়তে হলে নিম্ন-মধ্যবিত্তরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।'

এর আগে রাশেদ শাহরিয়ার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ খোলা হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে—যার ব্যয় বহন করবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। নতুন বিভাগটি নিয়ে যা করা হচ্ছে তা ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাণিজ্যিকীকরণের নামান্তর।'

কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে, ব্যবহারিক কোর্স থাকায় এ বিভাগে তুলনামূলক বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। তবে বাম সংগঠনগুলোর বক্তব্য, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন এত টাকা দিতে হবে? আর দিতে হলে প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়?' ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি শাখার সভাপতি মারুফ বিল্লাহ তন্ময় বলেন, 'নতুন বিভাগ চালু করলে তার ব্যয় বহন করবে বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের কাছ থেকে কেন টাকা নেওয়া হবে? এখানে তো সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্য বিভাগের তুলনায় তিন গুণ টাকা নেওয়া হচ্ছে।' তবে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতেই টিউশন ফি নেওয়া হচ্ছে। কারণ টেলিভিশন ও ফিল্ম স্টাডিজ অন্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহারিক ওরিয়েন্টেড।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টেলিভিশন ও ফিল্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পড়াশোনা করা আসলেই অনেক ব্যয়বহুল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে পড়তে হলে অনেক টিউশন ফি প্রদান করতে হয়। দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়তে হলে কয়েক লাখ টাকা দিতে হয়।

জানা গেছে, টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে চার বছর মেয়াদি সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতে একজন ছাত্রকে এক লাখ টাকা শুধু বিভাগকে দিতে হবে। প্রতি সেমিস্টারে সাড়ে ১২ হাজার টাকা হিসাবে চার বছরে আট সেমিস্টারে এ ব্যয় গুনতে হবে। এ ছাড়া প্রতিবছর ভর্তির জন্য বাড়তি ফি তো গুনতেই হবে। এ বছর সম্মান কোর্সে ৩০ জন শিক্ষার্থী নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ২৮ জন ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে।

দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা গেছে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে মিডিয়া নিয়ে পড়াশোনা করানো হলেও কোথাও টিভি ও ফিল্ম নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো বিভাগ নেই। মিডিয়ার আওতায় এটি এসেছে খণ্ডিতভাবে। এর পরও একেকজন শিক্ষার্থীকে গুনতে হচ্ছে অন্তত চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে (ইউল্যাব) পড়ানো হয় 'মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম'। ভর্তির ব্যয়সহ ১২৯ ক্রেডিট আওয়ার শেষ করতে গুনতে হয় ছয় লাখ ৫৯ হাজার ৬৭৩ টাকা। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় 'ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া'। ১৩০ ক্রেডিট আওয়ারের জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যয় হয় তিন লাখ ৬১ হাজার টাকা। গ্রীন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় 'ফিল্ম, টেলিভিশন অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া'। ১২ সেমিস্টারে ১২৯ ক্রেডিট আওয়ারের জন্য তিন লাখ ৯৪ হাজার টাকা গুনতে হয়।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া অতিরিক্ত টিউশন ফিয়ের বিষয়ে আরো বলেন, 'টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে দামি দামি বিভিন্ন সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে। আর শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরির বাজারে যোগ্য করে তুলতে হলে সঠিক শিক্ষা তো দিতেই হবে। তাই আধুনিক সব ধরনের যন্ত্রপাতি বিভাগে থাকতে হবে।'

শফিউল আলম ভূঁইয়া আরো বলেন, টেলিভিশন ও ফিল্ম বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকেই ২০১২ সালে দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। এখন চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে।